আলমডাঙ্গা উপজেলা সার বিজ মনিটরিং কমিটির সভা অনুষ্টিত

আলমডাঙ্গা উপজেলা সার বিজ মনিটরিং কমিটির সভা অনুষ্টিত হয়েছে। আজ বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিসে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস।

অনুষ্টানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার রেহানা পারভীন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার আব্দুল্লাহিল কাফি, উপ-সহকারি কৃষি অফিসার , মৎস্য কর্মকর্তা আশরাফুল আলম, আব্দুর রফিক, কৃষি সম্প্রসারন অফিসার এ জেড এম ওবায়দুল্লাহ, কমিটির সদস্য আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক হামিদুল ইসলাম, সার ব্যাসায়ি হাজী রফিক মিয়া, হাজী হারুনার রশিদ, হাজী জনিরুদ্দিন, বীজ ডিলার শেখ আব্দুল জব্বার, দেলোয়ার হোসেন, বিআরডিবি কর্মকর্তার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন নাহিদ হাসান প্রমুখ।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন বর্তমান সরকার কৃষকের জন্য সার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আপনারা সার নিয়ে কেউ দুর্নিতি করলে তার বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেওয়া হবে। একজন ডিলার অন্যউপজেলার মানুষের কাছে বেশি মুল্যে সার বিক্রয় করলে সেই সার কৃষি অফিসের কর্মকর্তা আটক করে নিয়ে আসে,পরে নির্বাহী অফিসারের নির্দেশে কৃষি অফিসার রেহানা পারভীন জব্দ করে।

সভায় জব্দকৃত সার বিক্রয় করে সরকারি কোষাগারে জমাদানের নির্দেশ দেন নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস।

আলমডাঙ্গায় ভারতের পানি

আগ্রাসনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

আলমডাঙ্গা উপজেলা খেলাফত মজলিসের উদ্যোগে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের পানি আগ্রাসনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্টিত হয়।

আজ বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা মডেল মসজিদের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষে আলতায়েবা মোড়ে সমাবেশ অনুষ্টানে সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা খেলাফত মজলিসের সভাপতি মওঃ আনিসুর রহমান।প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত মজল কুষ্টিয়া জোনের পরিচালক মোঃ সিরাজুল ইসলাম।তিনি বলেন

দীর্ঘ ১৬ বছর দেশে গণতন্ত্র গনতন্ত্র ছিল না,আমরা স্বাধীন ভাবে সমাবেশ করতে পারিনি,কথা বলতে পারিনি,দেশে ছাত্রসমাজের ছেলেরা বৈসম্যবিরোধী আন্দোলন করে সৈরাচরি হাসিনা সরকারের পতন ঘটিয়ে নতুন করে দেশ স্বাধীন করেছে।গত ৫ই আগস্ট ছাত্রজনতার আন্দোলনের ফলে স্বৈরশাসনের পতনের মাধ্যমে দেশে বিপ্লবী ছাত্রসমাজ দেশে নির্যাতিত জনগন ও মুক্তিকামি মানুষের স্বাধীনতার স্বাদ এনে দিয়েছে। কিন্ত সৈরাচারি সরকারের প্রধান খুনি শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নিয়ে নতুন করে স্বড়যন্ত্র শুরু করেছে। ভারতের মোদি সরকার শেখ হাসিনাকে আবারও ক্ষমতায় বসানোর স্বড়যন্ত্র হিসেবে তাদের বাধ খুলে দিয়ে বাংলাদেশে ভয়ঙ্কর বন্যার সৃষ্টি করেছে,লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ পানি বন্দি। ঐসব অসহায় পানি বন্দি মানুষের সহায়তায় আমরা সর্বপ্রকার সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেব।আপনারা যে যতটুকু পারের বন্যার্তদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন।তিনি আরও বলেন ভারত যত স্বড়যন্ত্রই করুক আমাদের জীবন থাকতে আমরা তাদের কাছে মাথা নত করব না।বাংলাদেশের সকল তৌহিদি জনতাকে ঐক্যগড়ে তুলতে হবে।

আমরা ডিবি অফিসের ভয়ংকর চিত্র আয়নাঘরের লোমহর্ষক ঘটনা, সাদা পোশাক বাহিনীর দুরন্ত দাপট অসহনীয় আচরণ, নির্যাচিতদের দীর্ঘশ্বাসে ৫ই আগস্ট আসতে সাহায্য করেছে।

আমরা চাই আইন বর্হিভূত হত্যার বিচার হোক, সকল দুর্নীতির বিচার হোক, সরকারের সকল কর্মচারী, পুলিশ প্রশাসনসহ সরকারী সকল দপ্তর

রাজনীতি মুক্ত হোক।

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন খেলাফত মজলিস জেলা সভাপতি মনিরুজ্জামান,পৌর সভাপতি মওঃ জাকারিয়া হাবিবু, সহ-সভাপতি মওঃ হারিস মোহাম্মদ, খেলাফত মজলিস নেতা মওঃ মুক্তারুজ্জামান, মোঃ ইসাহাক আলী, উপজেলা সহ-সেক্রেটারি মওঃ আব্দুল হামিদ,শ্রমিক মজলিসের জেলা সদস্য শরিফুল ইসলাম, উপজেলা বাইতুল মাল সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফি, পৌর সহ-সম্পাদক শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

দর্শনায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীদের উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি

“দেশের বায়ু দেশের মাটি গাছ লাগিয়ে করব খাঁটি” স্লোগানকে সামনে রেখে দর্শনায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীদের উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা। আজ সকাল ১১ টায় দর্শনা শাহরিয়ার শুভ মুক্ত মঞ্চ চত্তরে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় ।

প্রধান অতিথি রোকসানা মিতা বলেন, দর্শনায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ছাত্র জনতার উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে এটা প্রশংসনীয় একটি উদ্যোগ। আপনারা জানেন সারা বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল গুলো এখন বন্যা কবলিত। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস এগুলো কিন্তু আসলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব। আমাদের যে পরিমাণ বনভূমি থাকা প্রয়োজন সে পরিমাণ বনভূমি নেই বিধায় পরিবেশের এই বিরূপ প্রভাব। এজন্য আমাদের বেশি বেশি বৃক্ষ রোপন প্রয়োজন। এ ধরনের কর্মসূচিতে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যতটুকু সহযোগিতা করা দরকার সব সময় তা অব্যাহত থাকবে।

কৃষিবিদ রবিউল কবির পল্লব বলেন, একটি দেশে ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ

বনভূমি থাকা প্রয়োজন সেখানে আমাদের দেশে রয়েছে মাত্র ৪ শতাংশ বনভূমি । আমারা যতদিন বনভূমি না বাড়াতে পারবো ততদিন আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পরিবর্তন করতে পারবো না। এজন্য আমাদের সকলকেই বেশি বেশি বৃক্ষ রোপণ করতে হবে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন শিক্ষার্থীরা বলেন, আমরা জানি আমাদের দেশের জলবায়ু আগের মতো নেই গরমের সময় প্রচন্ড গরম হয় এবং শীতের সময় প্রচন্ড শীত। আমাদের ৬ ঋতুর দেশ এখন ২ ঋতু হয়ে গেছে। এর মূল কারণ জলবায়ু পরিবর্তন। আমরা এটা দূর করতে পারি বেশি করে বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে ।

সে সময় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাসেল আহম্মেদ শাওন, কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহিম, ভালোবাসার বন্ধন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আয়নাল হক সহ দর্শনার বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ ও গণমাধ্যম কর্মীরা।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে জামায়াতে ইসলামীর মতবিনিময় সভা

দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামী। আজ শুক্রবার সকাল ১০টার সময় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মোঃ নায়েব আলীর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মোঃ রুহুল আমীন।

এসময় প্রধান অতিথি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যে বলেন, এদেশে কেউ যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে না পারে সেদিকে আমাদের সকলকে

লক্ষ্য রাখতে হবে। দূর্নীতি করে কেউ যেন পার পেয়ে না যায় সেজন্য আপনাদের কে তথ্য দিয়ে প্রশাসন কে সাহায্য করতে হবে। ভাল কে ভাল বলার সৎ সাহস আপনাদের কাছে আমরা কামনা করি। সমাজের ইতিবাচক খবর গুলোকে আপনারা গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করবেন, যেন সমাজের মানুষ ইতিবাচক কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

তিনি আরো বলেন, জামায়াতে ইসলামীর সকল নেতা কর্মী মাদকমুক্ত, দূর্নীতি মুক্ত, দখলদার মুক্ত, টেন্ডারবাজ মুক্ত, সন্ত্রাস মুক্ত, গ্রুপিং মুক্ত, জামায়াতের মূল শক্তি আল্লাহর উপর ভরসা, ধৈর্য্য এবং দলীয় শৃংখলা তার পরেও যারা আমাদের গালিদেয়, মারে, জেলে পুরে হত্যা করতে চাই, শত্রুতা করতে চাই, তাদের রাজনৈতিক শক্তি কি তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কি? তারা কি দেশ এবং জাতীর জন্য কিছু করতে চাই না নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য রাজনীতি করে? এই প্রশ্ন আপনাদের মাধ্যমে জাতীর কাছে রাখলাম। আমরা বিশ্বাস করি দুনিয়ার জীবনের সমাপ্তি আখেরাতের জীবনের সূচনা, দুনিয়ার প্রত্যেকটি কাজের হিসাব আখেরাতে দিতে হবে ।

দুনিয়ার জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী আখেরাতের জীবন স্থায়ী। দুনিয়ার জীবনে সুখ দুঃখ উভয়ই আসে আর আখেরাতে শুধুই সুখ অথবা শুধুই দুঃখ । আমরা জামায়াত কর্মীরা আখেরাতের জীবন কে প্রাধান্য দেয় বলেই দুনিয়ার এই তথাকথিত প্রতিযোগীতায় গিয়ে অর্থশালী হতে আগ্রহী হয় না। শেখ হাসিনা সরকার এক “দলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে গিয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করে সাংবাদিক দের স্বাধিনতা হরণ করেছিল। স্বৈরাচার শেখ হাসিনা এক দলীয় ফ্যাসিস্ট শাসন ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্য ডিজিটাল আইনে শত শত মামলা করলেও, সাগর রুণীর হত্যা সহ অসংখ্য সাংবাদিক’দের হত্যার বিচার হয়নি। বরং দিনের পর দিন উক্ত হত্যা মামলার বিচার বিলম্বিত করে ঝুলিয়ে রেখেছে। আমরা চাই আইন বর্হিভূত হত্যার বিচার হোক। সকল দূর্নীতির বিচার হোক। সকলেই আইনের শাসনের আওতায় আসুক। সরকারের সকল কর্মচারী, পুলিশ প্রশাসন, সাংবাদিক সহ সরকারী সকল দপ্তর রাজনীতি মুক্ত হোক।

দামুড়হুদা উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী মোঃ আবেদ উদ দৌলার সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাও মোঃ আজিজুর রহমান, জেলা সেক্রেটারী এ্যাড. মোঃ আসাদুজ্জামান, সহকারী সেক্রেটারী এ্যাড. মোঃ মাসুদ পারভেজ রাসেল, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী সেক্রেটারী মোঃ রফিকুল ইসলাম জিয়া, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন শাখার আমির মোঃ আবুল বাশার। মতবিনিময় সভার শুরুতেই পবিত্র

কোরআন তেলোয়াত করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী সেক্রেটারী মোঃ রফিকুল ইসলাম জিয়া।

চুয়াডাঙ্গায় বিজিবির অভিযানে ৪৫টি ভারতীয় অবৈধ মোবাইল ফোন উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গায় ৬ বিজিবি যৌথ অভিযান চালিয়ে বড়বাজারের একটি ফ্লাক্সিলোডের দোকান থেকে ৪৫টি ভারতীয় অবৈধ মাবাইল ফোন উদ্ধার করেছে।

আজ শুক্রবার (২৩ আগস্ট) সকাল ১১টায় এ অবৈধ মোবাইল ফোন সেট গুলো উদ্ধার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে.কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান পিএসসি গতকাল বিকাল ৩টার দিকে মেইলে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তীর মাধ্যমে সংবাদকর্মীদের জানান, চুয়াডাঙ্গা শ্যাকরাতলা পাড়ার মরহুম আনোয়ার হোসনের ছেলে ফ্লাক্সিলোডের দোকানদার রাশেদ ভারত থেকে অবৈধভাবে মোবাইল ফোন সেট গুলো চোরাই পথে নিয়ে আসে। গোপনে তার প্রতিষ্ঠানে যৌথ অভিযান করার আগেই রাশেদ পালিয়ে যায়। ওই দোকান থেকে উদ্ধার করা হয় ৪৫ টি দামি মোবাইল ফোন সেটগুলো জব্দ করে চুয়াডাঙ্গার সদর থানায় জমা দিয়ে পলাতক রাশেদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে বিজিবি।

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে দুই মাদক কারবারীর জেল জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর আলমডাঙ্গায় মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে দুই মাদক কারবারীকে আটক করে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জেল জরিমানা করেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা দেড়টার দিকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সহকারী কমিশনার ভূমির নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গার মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আলমডাঙ্গার সহকারি কমিশনার ভূমি আশিষ কুমার বসু ও চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খানের নেতৃত্বে আলমডাঙ্গা থানাধীন বিভিন্ন এলাকার নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। অভিযানে আলমডাঙ্গার রেল স্টেশন পাড়ার আখতার আলীর স্ত্রী হাসি খাতুনের নিকট থেকে ৪০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারে হাসি খাতুনকে ৪ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান ও ৫শ’ টাকা অর্থ দন্ড প্রদান করা হয়। একই সময়ে স্টেশন পাড়ার আফহাল উদ্দিনের ছেলে সামাদ আলী (৩৫)’র বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ২০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারের সামাদ আলীকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১শ’ টাকা অর্থদন্ড প্রদান করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় স্টাফবৃন্দ। দন্ডপ্রাপ্ত দুই আসামীকে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপে হামলার প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় প্রতিবাদ সভা

‘সাংবাদিকরা কারো প্রতিপক্ষ নয়। সাংবাদিকরা রাষ্ট্র ও সমাজের উন্নয়নে কাজ করে। এজন্য গণমাধ্যমের উপর যে কোনো হামলা-মামলা মেনে নেয়া হবে না।’ ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া কমপ্লেক্সে হামলা ও ভাঙচুরের প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের সভাকক্ষে আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে এ প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও কালের কণ্ঠ প্রতিনিধি মানিক আকবর। অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি রাজীব হাসান কচি, সাধারণ সম্পাদক মানিক আকবর, দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক নাজমুল হক স্বপন ও দৈনিক আকাশ খবর পত্রিকার সম্পাদক জান্নাতুল আওলিয়া নিশি।

প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়ার উপর যে হামলার ঘটনা ঘটেছে, এর সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার করে বর্তমান সরকার স্বচ্ছতার প্রমাণ দেবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বক্তারা বলেন, গণমাধ্যমকর্মীরা কারো পক্ষের না। এরা রাষ্ট্রের সম্পদ। গণমাধ্যমে হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানান বক্তারা। শেষে গণমাধ্যমেকর্মীরা চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে মানববন্ধন করে।

চুয়াডাঙ্গায় শিক্ষার্থীদের

হামলা-নির্যাতনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বর্বরোচিত হামলার ঘটনার বর্ণনা করলেন চুয়াডাঙ্গার শিক্ষার্থীরা। প্রায় এক মাস পর এই প্রথম জেলার বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার শিকার শিক্ষার্থীরা মুখ খুললেন।

গতকাল বুধবার সকাল ১১টায় চুয়াডাঙ্গা শহরের তিন তারকা মানের হোটেল সাহিদ প্যালেসে ‘অভিজ্ঞতা: ঘটনার বর্ণন’ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লোমহর্ষক হামলা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের গল্প শোনান এই শিক্ষার্থীরা। এ সময় চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনে হামলার শিকার হয়ে আহত, কারাবরণকারী শিক্ষার্থীরা আবেগঘন বক্তব্য রাখেন। অশ্রুশিক্ত নয়নে কথা বলেন ঢাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হওয়া চুয়াডাঙ্গার সন্তান শাহরিয়ার শুভ’র পিতা।

জেলার বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে ‘অভিজ্ঞতা: ঘটনার বর্ণন’ শিরোনামে বুধবার প্রথম শিক্ষার্থীরা এই ভিন্ন আয়োজন করে। চুয়াডাঙ্গা শহর, সরোজগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ভালাইপুর, আলমডাঙ্গা, দর্শনা ও জীবননগরসহ জেলার যেখানে যেখানে শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামেন সেখনেই তারা হামলার শিকার হন। হামলার শিকার শিক্ষার্থীরা নানাভাবে মানসিক নিপিড়নের শিকার হন সেটিও উঠে আসে এই আয়োজনে। শিক্ষার্থীদের আমন্ত্রণে গণমাধ্যমকর্মী, সুশিল সমাজের প্রতিনিধি ও আইনজীবীরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষার্থীরা তাদের এবং তাদের পরিবারের ওপর বিভিন্ন চাপের বিষয়টিও তুলে আনেন এ অনুষ্ঠানে।

অনুষ্ঠানে আইনজীবীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা জজ আদালতের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাড. মারুফ সরোয়ার বাবু ও অ্যাড. মানি খন্দকার। গণমাধ্যমকর্মীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা সাংবাদিক ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক প্রবীণ সাংবাদিক আজাদ মালিতা, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি রাজীব হাসান কচি, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি অ্যাড. মানিক আকবর, সিনিয়র সাংবাদিক এম এ মামুন।

শিক্ষার্থীদের পাশে শুরু থেকেই ছিলেন চুয়াডাঙ্গার কৃর্তি সন্তান,

এনআরবি ওয়ার্ল্ডের প্রেসিডেন্ট ও সাহিদ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলহাজ্ব সাহিদুজ্জামান টরিক। তিনি এই অনুষ্ঠানে মুঠোফোনে যুক্ত হয়ে পুনরায় শিক্ষার্থীদের পাশে থাকার অভিব্যক্তি জানান।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চুয়াডাঙ্গার শিক্ষার্থীদের পক্ষে সাফফাতুল ইসলামের সঞ্চালনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দৈনিক সময়ের সমীকরণ এর প্রধান সম্পাদক নাজমুল হক স্বপন, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বিপুল আশরাফ, জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান সেলিম, সিনিয়র সাংবাদিক এম এম আলাউদ্দীন, দৈনিক আকাশ খবর পত্রিকার সম্পাদক জান্নাতুল আওলিয়া নিশি, সিনিয়র সাংবাদিক রফিক রহমান, সাংবাদিক জামান আক্তার, মশিউর রহমান, মাহফুজ মামুন, মফিজ জোয়ার্দ্দার, জিসান আহমেদ, মেহেরাব্বিন সানভী, শামসুজ্জোহা রানা, রুদ্র রাসেল, পলাশ উদ্দীন, সাইফুল ইসলাম, সাকিব, ফাহিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অব চুয়াডাঙ্গার সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা ইকবাল হৃদয় প্রমুখ।

আবেগঘন বক্তব্য রাখেন, আন্দোলন করে মিথ্যা মামলায় চুয়াডাঙ্গাতে কারাবরণকারী শিক্ষার্থী শাহরিয়ার প্রান্ত। আন্দোলনে আহত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের মেধাবী ছাত্রী সিরাজুম মুনীরা, হাসনা জাহান খুশবু, মহিলা কলেজের অনিমা ইসলাম, ভাঙবাড়িয়া গ্রামের আসাদুজ্জামান, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের ছাত্র আরাফাত হোসেন, সরোজগঞ্জ তেতুল শেখ কলেজের ছাত্র তানজিল হোসেন, আলমডাঙ্গা এমএস জোহা ডিগ্রি কলেজের হারুন অর রশিদ, বদরগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের ছাত্র তামিম হোসেন, দামুড়হুদার তাসলিম আল মাহমুদ, সরোজগঞ্জের সাব্বির আহমেদ, হাটবোয়ালিয়ার মাহফুজ আনাম, মুন্সিগঞ্জের উৎসবসহ আন্দোলনে চুয়াডাঙ্গাতে এবং ঢাকায় সরাসরি অংশ নিয়ে নানাভাবে আহত হওয়া শিক্ষার্থীরা। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়া শাহরিয়ার শুভ’র পিতা আবু সাঈদ। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে চোখ হারাতে বসা শিক্ষার্থী আল মেরাজকে জাতীয় পতাকা গায়ে জড়িয়ে দিয়ে সম্মান জানান শিক্ষার্থীরা।

‘অভিজ্ঞতা: ঘটনার বর্ণন’ অনুষ্ঠানে আহত শিক্ষার্থীরা করুণ ইতিহাস তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। কিভাবে তাদেরকে মারধর করা হয়েছে, তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে কিভাবে হুমকি দেয়া হয়েছে সেসব নির্মম ঘটনার বর্ণনা দেন শিক্ষার্থীরা। আইনজীবীরা শিক্ষার্থীদের পাশে থাকার

আশ্বস্ত করেন। বিচারের জন্য মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিনা পয়সায় সকল প্রকার সহযোগীতা করার কথা দেন। শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে দ্রুতই মামলা করা হবে বলেও অনুষ্ঠানে জানানো হয়।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকারের অভিযান, তিন প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করা এবং মেয়াদোত্তীর্ণ বীজ বিক্রি ও কৃষকের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগে তিনটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

গতকাল বুধবার বেলা ১২ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন বাজার মনিটরিংয়ের সময় ওই তিনটি প্রতিষ্ঠানকে ২৪ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

অভিযান চলাকালীন সময়ে সজল আহম্মেদ বলেন, আলমডাঙ্গা পৌর শহরে বুধবার দুপুরে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযানে আড়ত, সবজি, ডিম ও বীজ দোকানসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়।

তদারকিকালে মেসার্স শফিউল স্টোরে পূর্বে সতর্ক করা স্বত্বেও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক শফিউল হককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ধারায় দুই হাজার টাকা এবং ছলেমান স্টোর নামক একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক বিপ্লব মিয়াকে একই অপরাধ ও ধারায় দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

পরবর্তীতে মেসার্স মা-মণি বীজ ভান্ডার নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে প্রচুর মেয়াদোত্তীর্ণ শাক-সবজি ও ফলের বীজ জব্দ করা হয়।

মেয়াদোত্তীর্ণ বীজ বিক্রি ও কৃষকের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির মালিক লাল্টু মিয়াকে ৫১ ধারায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় জব্দকৃত মেয়াদোত্তীর্ণ বীজ জনসম্মুখে পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়।

এ সময় সবজি বাজার, মুদি দোকান, আলু পেঁয়াজের আড়তসহ আরও কিছু প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয় বলে জানান তিনি। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান সজল আহম্মেদ।

দামুড়হুদায় ইউপি প্যানেল চেয়ারম্যান নির্বাচিত ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদে গতকাল বুধবার সকাল ১০ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আ:করিম বিশ্বাসের সভাপতিত্বে পরিষদের ইউপি সদস্য ও সচিবদের সাথে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় তিন প্যানেল চেয়ারম্যান পদত্যাগ করায় পরিষদে সর্বসম্মতি ক্রমে ৯ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য সাজিবার রহমানকে ১ নং প্যানেল চেয়ারম্যান, ১ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আলমগীর হোসেনকে ২ নং প্যানেল চেয়ারম্যান ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের ইউপি সদস্য সুমিয়া খাতুনকে ৩ নং প্যানেল চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়।

সভাপতির বক্তব্য চেয়ারম্যান আ:করিম বিশ্বাস তার বক্তব্য বলেন আমি স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ছিলাম। আমাকে ইউনিয়নের সাধারন মানুষ দলমত নির্বিশেষে ভোট দিয়ে আমাকে নির্বাচিত করেছে। আমি চেয়ারম্যান হিসাবে ইউনিয়নের সকলের চেয়ারম্যান। আমি শুরু থেকে দলমতের উর্দ্ধে থেকে পরিষদে সাধারন মানুষকে সেবা দিয়ে আসছি। গরীব দুখী মেহনতি মানুষের সেবা করে আসছি। চেয়ারম্যান হিসাবে চেয়ারে বসে কখনো কোন দলের পক্ষপাতিত্ব করে কাজ করিনি। চেষ্টা করেছি প্রকৃত নাগরিক সেবা দিতে। অসহায় দুস্থদের প্রাপ্য সেবা টুকু

দিতে। আজকে আমি খুবই খুশী। আজকে আপনারা আমাকে আপনাদের চেয়ারম্যান মনে করেন বলে আমি সকলের সহযোগীতায় সকলের ভালোবাসায় পরিষদে অফিস করতে পারছি। আপনাদের ভালোবাসার কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম টুটুল, সাজিবার মেম্বর, আলমগীর হোসেন, সিরাজুল ইসলাম, মনিরুজ্জামান মন্টু, বিল্লাল হোসেন, আ:রাজ্জাক, আনেহার খাতুন, সুমাইয়া খাতুন, দেলোয়ারা খাতুন, মাহবুবুর রহমান, ইউপি সচিব হাসানুজ্জামান, হিসাবরক্ষক মতিয়ার রহমান, উদ্যোক্তা হারুন, ওমেদুল হক প্রমুখ।